যুগান্তর

তারিখ ..24 DEC 2016.....
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম .... ১-৬....

স্কুল-কলেজ জাতীয়করণ ইস্যু

বড় আন্দোলনের আশংকা

- ক্যাডার দ্বন্দ্বে সাবেক বর্তমান কলেজ শিক্ষকরা মুখোমুখি
- ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্যাডার শিক্ষকদের আলটিমেটাম
- জাতীয়করণবঞ্চিত ৭ কলেজ কর্তৃপক্ষের মামলা

মুসতাক আহমদ

জাতীয়করণ ইস্যুকে কেন্দ্র করে ত্রিমুখী সংকটে পড়তে যাচ্ছে কলেজ শিক্ষা। আত্তীকৃত ও বিসিএসের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকরা মুখোমুখি হয়ে পড়েছেন। আন্দোলন, কর্মসূচি আর আলটিমেটাম ঘোষণায় এরই মধ্যে অস্থিরতার বাতাস বয়ে চলছে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জাতীয়করণবঞ্চিত ও জাতীয়করণের প্রাথমিকভুক্ত হওয়ার পর তালিকা থেকে ছিটকে পড়া কলেজের আন্দোলন এবং মামলার ঘটনা। সব মিলে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ফলে নতুন বছরের শুরুতেই একদিকে আন্দোলনের মুখে পড়তে পারে সরকার। অন্যদিকে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে ক্লাসবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের মধ্যেও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে বলেন, সরকারি কলেজ শিক্ষকদের যিনি যেভাবে নিয়োগ পেয়েছেন তিনি সেভাবে সম্মানের সঙ্গে যেন থাকতে পারেন, সেটাই আমাদের প্রচেষ্টা। আমরা এক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্মান ও সৌহার্দ্যকে অগ্রাধিকার দেব। কোনো ভুল বোঝাবুঝিকে প্রশ্রয় দেয়া হবে না। শিক্ষকদের দাবি নিষ্পত্তির সঙ্গে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের অন্তর্ভুক্তি আছে। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে সমস্যার সমাধান করা হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে আমরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকার প্রতি উপজেলায় একটি করে স্কুল ও কলেজ সরকারি করার উদ্যোগ নেয়। সে অনুযায়ী পাঁচ ধাপে এরই মধ্যে ২৯৬টি কলেজ ও দু'ধাপে ১২১টি হাইস্কুল জাতীয়করণের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, বৈষম্য এমনকি অর্থ লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে। সর্বশেষ খুলনায় একটি কলেজ জাতীয়করণ নিয়ে মোটা অংকের অর্থ লেনদেনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব অভিযোগের বিষয়ে খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিরা অবগত আছেন। যে কারণে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একাধিকবার গণবিজ্ঞপ্তি দিয়ে এ ব্যাপারে জনসাধারণকে সতর্ক করা হয়েছে। অপরদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণে ন্যায়বিচার না হওয়ার বিষয়ে সরকারের হাইকমান্ডও অবগত বলে জানা গেছে। যে কারণে বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়করণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত অনুমোদন পাওয়ার পরও তালিকা থেকে গত ৪ মাসে ১৭টি কলেজের নাম পরিবর্তন করতে হয়েছে।

মুখোমুখি কলেজ শিক্ষকরা : জাতীয়করণ ও বিসিএস করা সরকারি কলেজ শিক্ষকরা এরই মধ্যে মুখোমুখি হয়ে পড়েছেন। বিসিএসের মাধ্যমে পেশায় আসা শিক্ষকরা ৮ ডিসেম্বর শিক্ষা ভবনে সমাবেশ করেছেন। এর আগে তারা সংবাদ সম্মেলন করেন। এসব কর্মসূচি থেকে জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষকদের ক্যাডার মর্যাদা না দেয়ার দাবি জানিয়েছেন। এ দাবি পূরণে দৃশ্যমান পদক্ষেপ নিতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আলটিমেটাম দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে দাবি আদায় না হলে পরবর্তী সময়ে কঠোর কর্মসূচিতে যাওয়ার হুমকি দিয়ে রেখেছেন তারা। এখানেই শেষ নয়, খোদ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান ৮ ডিসেম্বরের সমাবেশে যোগ দিয়ে বক্তৃতা করেন। এ সময় ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

বড় আন্দোলনের আশংকা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তিনি জানান, এ ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা হিসেবে তিনি ক্যাডারের ক্ষতি চাচ্ছেন না। বিসিএস শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আইকে সেলিমউল্লাহ খোন্দকার যুগান্তরকে বলেন, জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষকদের ননক্যাডার হিসেবে সরকারি সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এজন্য পৃথক নীতিমালা করতে হবে। বিসিএস পরীক্ষা ছাড়া অন্যভাবে চাকরি পাওয়া কাউকে ক্যাডারভুক্ত করা যাবে না। যদি সরকার এটা না করে তাহলে কলেজে কলেজে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়বে। অনেক মামলা হবে। শিক্ষকরা ক্লাস ছেড়ে আদালতের বারান্দায় থাকবেন। এতে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে শিক্ষা।

অপরদিকে জাতীয়করণকৃত শিক্ষকরাও আন্দোলনে আছেন। এরই মধ্যে বিসিএস শিক্ষা অ্যাসোসিয়েশন ও জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষক সমিতির ব্যানারে আলাদা আন্দোলন হয়েছে। প্রথম সংগঠনটি দেশের বিভিন্ন স্থানে নতুন-পুরনো জাতীয়করণকৃত শিক্ষকদের সংগঠিত করতে একাধিক সমাবেশ করেছে। পরের সংগঠনটি প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেয়াসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। এসব শিক্ষকের একটি সংগঠন বিসিএস শিক্ষা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মতিউর রহমান গাজ্জালি যুগান্তরকে বলেন, বিসিএস শিক্ষকদের দাবি অন্যায়, অন্যায্য ও অসাংবিধানিক। সরকার যদি তাদের দাবি মেনে নেয়, তাহলে বড় [illegible] হবে। আর এর শিকার হবে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীরা। কেননা এ [illegible] অতীতের সব মামলা আত্তীকৃত শিক্ষকদের পক্ষে। দেশের আইন-সংবিধানও আত্তীকৃতদের পক্ষে। আমরা আশা করব, সরকার সুবিবেচনাপ্রসূত পদক্ষেপ নেবে।

জাতীয়করণ দাবি : সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, জাতীয়করণের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বাদ পড়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত প্রতিষ্ঠানও বাদ দেয়ার অভিযোগ উঠেছে। এসব কারণে প্রায় প্রতিদিনই দেশের কোথাও না কোথাও প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবি উঠছে। ১ থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫টি কলেজ জাতীয়করণের দাবি উঠেছে। এগুলো হচ্ছে— বরিশালের উজিপুর আলহাজ বিএনখান ডিগ্রি কলেজ, রংপুরের মিঠাপুকুর মহাবিদ্যালয়, কুমিল্লার চান্দিনা মহিলা কলেজ, ঠাকুরগাঁওয়ে রানীশংকৈল মহিলা ডিগ্রি কলেজ ও সিরাজগঞ্জের তাড়াশ ডিগ্রি কলেজ। সংশ্লিষ্টদের দাবি, এসব কলেজ অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত। তা সত্ত্বেও অন্য কলেজ জাতীয়করণ হয়েছে। জাতীয়করণ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। এ নিয়ে ২৭ নভেম্বর পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে একজন শিক্ষকসহ ২ জন নিহত হয়েছেন। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) কর্মকর্তারা বলেছেন, শর্তানুযায়ী এ কলেজটি জাতীয়করণ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সরেজমিন পরিদর্শনের পরও রহস্যজনক কারণে প্রতিবেদন মাউশি থেকে মন্ত্রণালয়ে যায়নি। এই সুযোগে এ উপজেলায় জাতীয়করণ হয়েছে তুলনামূলক কম যোগ্য বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কলেজ।

মামলা : জাতীয়করণ না হওয়ায় এরই মধ্যে ৭টি কলেজের পক্ষ থেকে উচ্চ আদালতে মামলা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে— পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ মহিলা ডিগ্রি কলেজ (রিট নং-১০২০০/১৬), রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দির সোনাপুরের মীর মোশাররফ হোসেন ডিগ্রি কলেজ (রিট নং-১০৫০৩/১৬), ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইসলামপুরের কাজী শফিকুল ইসলাম কলেজ (রিট নং-১০৩৬৪/১৬), বরিশালের উজিরপুরের আলহাজ বিএম খান কলেজ (রিট নং-১৩৫৭০/১৬), বরগুনার আমতলী কলেজ (রিট নং-১১৭৪৯/১৬), হবিগঞ্জের বাহুবল কলেজ (রিট নং-১২০৫০/১৬) ও রাজশাহীর এএইচএম কামরুজ্জামান ডিগ্রি কলেজ (রিট নং-১৩৯৯৬/১৬)। এর মধ্যে প্রথম দুটি কলেজের নাম প্রকাশিত জাতীয়করণের তালিকায় ছিল, যা পরে বাদ দিয়ে একই এলাকার অন্য দুটি কলেজকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাকি কলেজের কর্তৃপক্ষ রিট আবেদনে বলেছে, সংশ্লিষ্ট উপজেলায় তাদের কলেজকে বাদ দিয়ে অন্য কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে। প্রত্যেক রিটে শিক্ষা সচিবকে বিবাদী করা হয়েছে। রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত বিষয়গুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নিষ্পত্তি করে আদালতকে জানাতে নির্দেশনা দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, নতুন ২৯৬টিসহ দেশে সরকারি কলেজের সংখ্যা ৬২৫। সরকারি হাইস্কুল হবে ৪৪৬টি। প্রত্যেক উপজেলায় একটি করে স্কুল-কলেজ জাতীয়করণের ঘোষণা হিসেবে সরকারি কলেজ নেই— এমন ৩২১টি উপজেলা বাছাই করেছিল সরকার। এ হিসাবে আরও ২৫টি কলেজ সরকারি হতে পারে। আর কতটি উপজেলায় আরও হাইস্কুল সরকারি করতে হবে, সে ব্যাপারে জেলা প্রশাসকদের কাছে সম্প্রতি তথ্য চাওয়া হয়েছে।